পারিবারিক সহিংসতা ও একাধিক মামলা ঘিরে বিতর্কে শিক্ষক, বদলির দাবিতে শিক্ষা প্রশাসনে লিখিত অভিযোগ

বরগুনা প্রতিনিধি: শিক্ষকতা একটি মহান ও দায়িত্বশীল পেশা। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, মানবিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব যাঁদের ওপর, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও আচরণ নিয়েও স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা থাকে। তবে বরগুনার পাথরঘাটা সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তাজেনুর বেগমকে ঘিরে পারিবারিক বিরোধ, শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ এবং একাধিক ফৌজদারি মামলা নিয়ে এলাকায় আলোচনা-সমালোচনা সৃষ্টি হয়েছে। এসব ঘটনায় শিক্ষা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়ে ওই শিক্ষকের বদলির দাবি জানিয়েছেন তাঁরই এক স্বজন। অভিযোগের সঙ্গে মামলা, চিকিৎসাপত্র, এক্স-রে রিপোর্ট ও আলোকচিত্রও জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রাপ্ত অভিযোগপত্র ও সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় জানা যায়, পাথরঘাটা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ফিরোজা চৌধুরী গত ১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে বরগুনার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে লিখিত আবেদন করেন। আবেদনে তিনি সহকারী শিক্ষক তাজেনুর বেগম ও তাঁর স্বামী মিজানুর রহমান মানিকের বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা, স্বজনদের সঙ্গে অসদাচরণ, মারধর ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তুলে ধরেন।

আবেদনকারী ফিরোজা চৌধুরী নিজেকে তাজিনুর বেগমের আপন ফুফু শাশুড়ি পরিচয় দিয়ে অভিযোগ করেন, পারিবারিক বিরোধের কারণে পরিবারের অন্য সদস্যদের দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করতে হচ্ছে। তাঁর দাবি, তিনি নিজেও তাজেনুর বেগম ও তাঁর স্বামীর দ্বারা শারীরিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন। এ ঘটনায় পাথরঘাটা থানায় একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, পারিবারিক বিরোধের

জেরে মিজানুর রহমান মানিকের বোন রহিমা খাতুনের হাত ভেঙে যাওয়ার ঘটনা। অভিযোগকারীরা জানান, এ ঘটনায় গুরুতর আঘাতের প্রমাণ হিসেবে এক্স-রে রিপোর্ট, চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থার ছবি প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া মিজানুর রহমান মানিকের বোনের স্বামী জাহাঙ্গীর হোসেনের দায়ের করা আরও একটি ফৌজদারি মামলার তথ্যও অভিযোগপত্রে উল্লেখ রয়েছে। একই পারিবারিক বিরোধকে কেন্দ্র করে একাধিক মামলা রয়েছে।

এ ঘটনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে, একজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে ঘিরে এমন গুরুতর অভিযোগের বিষয়টি শিক্ষা প্রশাসন কীভাবে বিবেচনা করছে। ব্যক্তিগত পারিবারিক বিরোধের দায় সরাসরি পেশাগত দায়িত্বের সঙ্গে এক করে দেখার সুযোগ না থাকলেও অভিযোগের গুরুত্ব, মামলার প্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের সত্যতা যাচাই করা প্রশাসনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে কোনো শিক্ষককে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ বা শিক্ষার্থীদের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

অভিযোগকারীর দাবি, পরিবারের বয়োবৃদ্ধ ও নারী সদস্যদের নিরাপত্তা এবং এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে ওই শিক্ষককে পাথরঘাটা থেকে অন্যত্র বদলি করা প্রয়োজন। এ দাবিতে তিনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক তাজেনুর বেগম ও তাঁর স্বামী মিজানুর রহমান মানিকের বক্তব্য জানার একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

সার্বিকভাবে ঘটনাটি শুধু একটি পরিবারের বিরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এর সঙ্গে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর অভিযোগ এবং শিক্ষা প্রশাসনের জবাবদিহির প্রশ্নও জড়িয়ে গেছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের বক্তব্য গ্রহণ এবং মামলাগুলোর প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলা শিক্ষা অফিসার জিনাত জাহান বলেন-পাথরঘাটা সরকারি প্রাথমিক মডেল বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তাজিনুর বেগমের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পত্র হাতে পেয়েছি। অফিসিয়াল কিছু

গুরুত্বপূর্ণ কাজের কারণে তদন্ত শুরু করা হয়নি। তবে অতি শীঘ্রই তদন্ত শুরু করা হবে।

এ ব্যাপারে বরগুনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু জাফর মোঃ ছালেহ বলেন- অভিযোগটি পেয়ে পাথরঘাটা উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। তদন্ত রিপোর্ট হাতে পেলে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।